যায়যায়দিন

তারিখ 31 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

যৌন নিপীড়নের দায়ে চট্টগ্রামে শিক্ষক আটক

চট্টগ্রাম অফিস

ছাত্রকে যৌন নিপীড়নের দায়ে নগরীর জামালখান ওয়ার্ড এলাকায় অরবিট ক্যাডেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুরে নগরীর এম এম খালেদ রোডে অবস্থিত স্কুলের পানির ট্যাঙ্কির ভেতরে লুকানো অবস্থায় তাকে আটক করা হয়। আটক শিক্ষকের নাম মো. ওসমান গণি (৩০)। তার গ্রামের বাড়ি কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার কালারমা ছড়া এলাকায়। শিক্ষক : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শিক্ষক : চট্টগ্রামে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নগরীর চকবাজার থানার ওসি আজিজ আহমেদ বলেন, অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুলের ট্যাংকে লুকানো অবস্থায় আটক করা হয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

এ ঘটনায় আরো কেউ জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

ওই শিক্ষকের নির্যাতনের শিকার এক ছাত্রের অভিভাবক লোকমান হোসেন জানান, ওই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়া তার ছেলে বাড়ি ফিরলে পিটসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষত দেখতে পান। বিষয়টি ছেলের কাছে জানতে চাইলে সে তার এক শিক্ষক এমনটি করেছে বলে জানায়।

তিনি বলেন, ওই শিক্ষক প্রতিদিনই দু-তিনজন ছাত্রকে নিয়ে ছাদে চলে যেত। সেখানে ওই শিশুদের ওপর নির্মম নির্যাতন করত সে। কিন্তু বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো টালবাহানা শুরু করেছে।

এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা না নিলে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ স্কুলের ট্যাংকি থেকে ওই শিক্ষককে আটক করেছে বলে জানান অভিভাবকরা।

কর্তৃপক্ষ ওসমান গণিকে স্কুলের দ্বিতীয় তলায় বসিয়ে রাখলেও তিনি জনতা ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে ছাদে পানির ট্যাংকের ভেতরে লুকিয়ে থাকেন। এরপর অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় তাকে ট্যাংক থেকে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষের অবহেলাকে দায়ী করে আরেক অভিভাবক মো. হুমায়ুন বলেন, ডে-কেয়ারের কথা বললেও সন্তানের নিরাপত্তা দিতে পারছে না তারা।

স্কুল সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ওসমান গণি ওই স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। ওই স্কুলের প্রধান সমন্বয়ক হওয়ায় অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গেও খারাপ আচরণ করেন।

সম্প্রতি তিনি বিদ্যালয়ের মূল শাখার ডে-কেয়ারের ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন যৌন নিপীড়নমূলক আচরণ করতে থাকেন। ছাত্ররা তাদের বিষয়টি বললে তারা ওসমানের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন।

অরবিট ক্যাডেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল এম নুরুল আলম বলেন, সকালে বিষয়টি শোনার পরপরই ওসমানকে আটক করেছেন।

এর আগে এমন ঘটনা শোনেননি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ঘটনার পর ওসমানের বিরুদ্ধে এমন আরো তিন-চারজন ছাত্রকে নির্যাতন করার অভিযোগ পেয়েছেন।

এ দিকে ওসমান গণির সহকর্মীরা জানিয়েছেন, তিনি চুনতি মাদ্রাসায় পড়াশোনা শেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলাম শিক্ষায় মাস্টার্স করেছেন।